১ মে ২০১৩

# মানবাধিকার প্রতিবেদন

১-৩০ এপ্রিল ২০১৩

রাজনৈতিক সহিংসতা অব্যাহত

সভা-সমাবেশে বাধা

ফৌজদারী কার্যবিধির ১৪৪ ধারা জারি

আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর পরিচয়ে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর গুমের অভিযোগ

সাভারে ভবন ধ্বসের ঘটনায় গার্মেন্টস শ্রমিকসহ বহু মানুষ হতাহত

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড চলছেই

হেফাজতে নির্যাতন

আমার দেশ পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমানকে গ্রেপ্তার ও নির্যাতন; এবং এই পত্রিকা বন্ধ করে দিয়েছে সরকার

সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা

ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মানবাধিকার

সীমান্তে বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন অব্যাহত

নারীর প্রতি সহিংসতা

গণপিটুনীতে মানুষ হত্যা অব্যাহত

অধিকার এর 'হিউম্যান রাইটস্ রিসার্চ এন্ড এ্যাডভোকেসি প্রকল্প' এর অর্থছাড়ে প্রতিবন্ধকতা

অধিকার মনে করে 'গণতন্ত্র' মানে নিছক নির্বাচন নয়, রাষ্ট্র গঠনের-প্রক্রিয়া ও ভিত্তি নির্মাণের গোড়া থেকেই জনগণের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় নিশ্চিত করা জরুরী। সেটা নিশ্চিত না করে যাত্রা শুরু করলে তার কুফল জনগণকে বয়ে বেড়াতে হয়। রাষ্ট্র পরিচালনার সমস্ত ক্ষেত্রে জনগণ নিজেদের 'নাগরিক' হিসেবে ভাবতে ও অংশ গ্রহণ করতে না শিখলে 'গণতন্ত্র' গড়ে ওঠে না। নাগরিক হিসেবে নিজেদের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় এবং মানবিক চাহিদা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা হিসেবে রাষ্ট্র গড়ে না উঠলে তাকে 'গণতন্ত্র' বলা যায় না। নিজের অধিকারের উপলব্ধির মধ্যে দিয়েই অপরের অধিকার এবং নিজেদের সমষ্টিগত স্বার্থ ও দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়া ও তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব। নাগরিক মাত্রই জানে ব্যক্তির মর্যাদা অলঙ্ঘনীয়। প্রাণ, পরিবেশ ও জীবিকার যে-নিশ্চয়তা বিধান করা ছাড়া রাষ্ট্র নিজের ন্যায্যতা লাভ করতে পারে না, সেইসব নাগরিক ও মানবিক অধিকার সংসদের কোন আইন, বিচার বিভাগীয় রায় বা নির্বাহী আদেশে রহিত করা যায় না এবং তাদের অলঙ্ঘনীয়তাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের ভিত্তি। বাংলাদেশের

মানবাধিকার কর্মীদের গণভিত্তিক সংগঠন অধিকার সেই সব মানবিক ও নাগরিক অধিকার এবং দায়িত্ব বাস্তায়নের জন্য নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের এই মানদণ্ড ঐতিহাসিক লড়াই-সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে মানবেতিহাস অর্জন করেছে এবং এইসব নাগরিক ও মানবিক অধিকারের সার্বজনীনতা নানান আন্তর্জাতিক ঘোষণা, সনদ ও চুক্তির মধ্যে দিয়ে আজ বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

অধিকার বাংলাদেশের মানবাধিকার আন্দোলনকে নিছকই রাষ্ট্রের হাতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার 'ব্যক্তি' কে রক্ষার ব্যাপার মাত্র বলে মনে করে না; বরং ব্যক্তির নাগরিক ও মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের আন্দোলন ও সংগ্রামের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বলে মনে করে। এই লক্ষ্য নিয়েই অধিকার বাংলাদেশের জনগণের নাগরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষায় মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে এবং এরই ধারাবাহিকতায় এই প্রতিবেদনে ২০১৩ সালের এপ্রিল মাসের মানবাধিকার পরিস্থিতি তুলে ধরা হয়েছে।

রাজনৈতিক সহিংসতা অব্যাহত

১. অধিকার এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী এপ্রিল মাসে রাজনৈতিক সহিংসতায় ২৫ জন নিহত এবং ১৪৫০ জন আহত হয়েছেন। এপ্রিল মাসে আওয়ামী লীগের ২৮টি এবং বিএনপি'র ছয়টি অভ্যন্তরীণ সংঘাতের ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে। এছাড়া আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ সংঘাতে নিহত হয়েছেন পাঁচজন ও আহত হয়েছেন ২৪০ জন। অন্যদিকে বিএনপি'র অভ্যন্তরীণ সংঘাতে নিহত হয়েছেন একজন ও ৩৮ জন আহত হয়েছেন।
২. বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকেই আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ ও যুবলীগের দুর্বৃত্তায়ন শুরু হয় এবং অন্তর্দলীয় অসংখ্য কোন্দলের ঘটনা ঘটে, যার ফলে অনেক প্রাণহানির ঘটনা ঘটে এবং বর্তমানেও তা অব্যাহত আছে। এই অন্তর্দলীয় কোন্দলগুলো মূলত অর্থনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্যই ঘটেছে। এছাড়া জামায়াত-শিবিরের সঙ্গেও সংঘর্ষে হতাহতের ঘটনা ঘটেছে। এরমধ্যে বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে আবির্ভূত হেফাজতে ইসলামের ঢাকামুখী লংমার্চকে কেন্দ্র করে ক্ষমতাসীনদলের সমর্থকদের সঙ্গে হেফাজতে ইসলামের সমর্থকদের সংঘর্ষে কয়েক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন।
৩. গত ৮ এপ্রিল বাগেরহাট জেলা শহরের নাগেরবাজারে আধিপত্য বিস্তার ও গণপূর্ত বিভাগের একটি টেন্ডার দাখিলকে কেন্দ্র করে যুবলীগের দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ হয়ে কালু শেখ (৩২) নামে এক যুবলীগ কর্মী নিহত হন। সংঘর্ষকালে সৈকত নামে এক শিশুও গুলিবিদ্ধ হয়। [১]
৪. গত ৬ এপ্রিল ফরিদপুর জেলার নগরকান্দা উপজেলা থেকে হেফাজতে ইসলামের নেতা কর্মীরা লংমার্চ করে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের ভাঙ্গা পৌরসভার সামনে পৌঁছালে ভাঙ্গা উপজেলা আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা তাঁদের লক্ষ্য করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করলে উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ বেঁধে যায়। এই ঘটনায় আওয়ামী লীগ নেতা নওশের আলী নিহত এবং ৭ জন পুলিশ ও জিটিভির জেলা প্রতিনিধি মনির হোসেনসহ প্রায় অর্ধশত লোক আহত হন। [২]

[১] আমাদের সময় ১০এপ্রিল ২০১৩
[২] প্রথম আলো ৭ এপ্রিল ২০১৩

৫. গত ৫ এপ্রিল ঢাকার কামরাঙ্গীরচরে আওয়ামী লীগ ও হেফাজতে ইসলামের সঙ্গে পুলিশের ত্রিমুখী সংঘর্ষে শহীদুল ইসলাম (৩৫) নামে একজন আওয়ামী লীগ কর্মী নিহত হন এবং অন্তত ১০ ব্যক্তি আহত হন। [৩]

৬. গত ২ এপ্রিল মাগুড়া জেলা শহরে পারনান্দুয়ালী এলাকায় ব্র্যাক কার্যালয়ের সামনে ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের কাছে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের জেলা সভাপতি শেখ রেজাউল ইসলাম ও সহ-সভাপতি রুহুল আমিনের নেতৃত্বাধীন দুই উপদলের মধ্যে চাঁদা ও আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ হয়। এই ঘটনায় ছাত্রলীগ কর্মী আজাদ শেখ মাথায় গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন এবং অন্তত ১০ জন আহত হন।[৪]

৭. অধিকার এর তথ্য অনুযায়ী এপ্রিল মাসে ৩৬টি হরতাল হয়েছে। এর মধ্যে বিরোধী দল বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর ডাকে ৩৪টি, হেফাজতে ইসলাম এর ডাকে একটি এবং ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটিসহ ২৫টি সাংস্কৃতিক সংগঠনের ডাকে একটি হরতাল পালিত হয়েছে। এর মধ্যে দেশব্যাপী নয়টি এবং অঞ্চল ভিত্তিক হরতাল হয়েছে ২৭টি।

৮. হরতাল চলাকালে ঢাকাসহ সারা দেশের বিভিন্ন জায়গায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে হরতাল সমর্থকদের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। হরতালের আগের দিন ও হরতাল চলাকালে যানবাহন ভাংচুর হয় এবং বাস সহ বিভিন্ন যানবাহনে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়। এ ক্ষেত্রে সহিংসতার জন্য সরকার ও বিরোধী দল দুই পক্ষই একে অপরকে দোষারোপ করেছে।

৯. গত ১১ এপ্রিল ইসলামী ছাত্রশিবিরের ডাকা হরতালে খুলনা জেলার ডুমুড়িয়া উপজেলার চেচুড়ি গ্রামে হরতালের সমর্থনে মিছিল ও পিকেটিংয়ের সময় পুলিশের গুলিতে মনসুর আলী গাজী (৪০) নামে একজন নছিমন চালক নিহত হন। [৫]

১০. গত ৯ এপ্রিল বিএনপি'র নেতৃর্তাধীন ১৮ দলীয় জোটের ডাকা ৩৬ ঘন্টার হরতালের সময় বগুড়ায় ঢাকা-রংপুর মহাসড়কে হরতাল সমর্থকদের হামলায় শহিদুল ইসলাম খোকন (৪২) নামে একজন ট্রাকচালক নিহত হন। [৬]

১১. অধিকার মনে করে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস ও রাজনৈতিক সহিংসতা যে পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছিয়েছে, তাকে অবিলম্বে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় নিয়ন্ত্রণ করা না গেলে বাংলাদেশে এক ভয়াবহ অস্থিতিশীলতার সৃষ্টি হবে এবং সমগ্র প্রশাসন ভেঙ্গে পড়বে। সরকার সমর্থিত ছাত্রলীগ, যুবলীগ বিরোধীপক্ষের হরতাল বা সমাবেশের সময় প্রাণঘাতি অস্ত্র নিয়ে পুলিশের পাশে থেকে সরকার বিরোধীদের ওপর একযোগে হামলা চালাচ্ছে। ২০১২ সাল থেকে ছাত্রলীগ ও যুবলীগের এই তৎপরতা ব্যাপকভাবে দেখা যাচ্ছে; যার ফলশ্রুতিতে বিশ্বজিৎ নামে হিন্দু সম্প্রদায়ের একজন নিরীহ যুবককে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। সাম্প্রতিককালেও এ ধরনের হামলায় অসংখ্য হতাহতের ঘটনা ঘটছে। বর্তমানে বহু জেলায় প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়ে পড়েছে এবং সমাজ যেভাবে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে, সেই বিভক্তি কাটিয়ে উঠতে হলে গণমাধ্যম ও নাগরিক সমাজকে অবিলম্বে পক্ষপাতহীন হয়ে নাগরিক ও মানবিক অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করতে হবে। রাজনৈতিক মতাদর্শ দিয়ে ক্ষমতাসীন ও ক্ষমতার বাইরের রাজনৈতিক দলগুলোকে বিচার না করে মানবিক ও নাগরিক অধিকার রক্ষা করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে হবে ও গণতান্ত্রিক চর্চা নিশ্চিত করতে হবে।

---

[৩] ইত্তেফাক ৬ এপ্রিল ২০১৩

[৪] প্রথম আলো ৩ এপ্রিল ২০১৩

[৫] অধিকারএর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট খুলনার মানবাধিকার কর্মী নুরুজ্জামানের পাঠানো প্রতিবেদন

[৬] ইত্তেফাক ১০ এপ্রিল ২০১৩

চলমান রাজনৈতিক সংকট নিরসনে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে কোন অর্থপূর্ণ সংলাপের পরিবেশ না থাকায় অধিকার উদ্বেগ প্রকাশ করছে।

সভা-সমাবেশে বাধা

১২. গত ২০ এপ্রিল একদল অনলাইন একটিভিস্ট এবং কয়েকজন তরুণ সাংবাদিক জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে কারাবন্দী আমার দেশ এর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমানের সমর্থনে অবস্থান করতে থাকেন। এই সময় সরকার দলীয় কিছু তরুণ এসে তাঁদেরকে মারধর করে সেখান থেকে উঠিয়ে দেয়। এরমধ্যে একজন নারী সাংবাদিকও ছিলেন, যাঁকে সরকার দলীয় তরুণরা টেনে হিচঁরে সেখান থেকে সরিয়ে দেয়।[৭]

১৩. অধিকার এই ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করছে। অধিকার মনে করে, শান্তিপূর্ণভাবে সভা-সমাবেশ করা প্রত্যেকের গণতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক অধিকার, যা সংবিধানের ৩৭ অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে।

ফৌজদারী কার্যবিধির ১৪৪ ধারা জারি

১৪. এপ্রিল মাসে দেশের বিভিন্ন এলাকায় ফৌজদারী কার্যবিধির ১৪৪ ধারা দুইটি ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে সভা সমাবেশ বন্ধ করে দেয়া হয় বলে অধিকার জানতে পেরেছে।

১৫. অধিকার মনে করে এ ধরনের নিষেধাজ্ঞা গণতান্ত্রিক অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ। শান্তিপূর্ণ সভা-সমাবেশ প্রত্যেকের গণতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক অধিকার, যা সংবিধানের ৩৭ অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে। এটি বন্ধ করার অর্থই হচ্ছে গণতন্ত্রের পথ রুদ্ধ করা।

আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর পরিচয়ে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর গুমের অভিযোগ

১৬. অধিকার এর প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী এপ্রিল মাসে আট ব্যক্তি গুম হয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

১৭. ৪ এপ্রিল ২০১৩ রাত আনুমানিক ৯.০০টায় মৃত শহিদ উল্লাহ্‌র ছেলে এবং জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল এর দারুস সালাম থানা শাখার ১০ নং ওয়ার্ড কমিটির সিনিয়র সহ-সভাপতি মফিজুল ইসলাম রাশেদকে (৩৪) সাদা পোশাকধারী ব্যক্তিরা আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য পরিচয় দিয়ে ধরে নিয়ে গিয়ে গুম করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। তথ্যানুসন্ধানে জানা যায়, মফিজুল ইসলাম রাশেদ দারুস সালাম থানার অধীনস্ত মিরপুরের ২য় কলোনীর ডায়মন্ড সোয়েটার ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড এর সামনে চা পান করতে যান। এ সময় সাদা পোশাকধারী ৩/৪ জন নিজেদের আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য পরিচয় দিয়ে রাশেদকে জোর করে একটি ধূসর রংয়ের মাইক্রোবাসে উঠিয়ে নিয়ে অজ্ঞাতস্থানে চলে যায়। এরপর থেকে মফিজুল ইসলাম রাশেদ এর কোন খোঁজ নেই বলে তাঁর পরিবার ও রাজনৈতিক সহকর্মীদের অভিযোগ। রাশেদের ব্যাপারে থানা ও ডিবি কার্যালয়ে তাঁর পরিবার একাধিকবার যোগাযোগ করলেও রাশেদেকে আটকের ব্যাপারটি এই প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে অস্বীকার করা হয়েছে।[৮]

১৮. গত ৪ এপ্রিল দিবাগত রাতে রাজশাহী র‍্যাব-৫ এর একটি দল রাজশাহী মহানগর ছাত্র-শিবিরের অফিস সম্পাদক আনোয়ারুল ইসলাম মাসুমকে নগরীর রাজপাড়া থানার ১১ নং ওয়ার্ডের নতুন বিল্‌শিমলা বন্ধগেট

[৭] ইত্তেফাক ২১ এপ্রিল ২০১৩

[৮] অধিকারএর তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন ১০ এপ্রিল ২০১৩

এলাকায় তাঁর মামা ফজলুর রহমানের বাসা থেকে আটক করে নিয়ে যায়। আটকের সময় পরিবারের সদস্যদের একটি রুমে আটকে রেখে মাসুমকে অন্য একটি রুমে নিয়ে গিয়ে তাঁর ওপর নির্যাতন চালানো হয় বলে তাঁর পরিবারের অভিযোগ। আটকের ২৪ ঘন্টা পরও মাসুমকে আদালতে সোপর্দ না করায় পরিবারের সদস্যরা উদ্বিগ্ন হয়ে র‍্যাবের রেলওয়ে কলোনির ক্যাম্প এবং রাজশাহীর বিনোদপুরে র‍্যাব-৫ এর দপ্তরে যোগাযোগ করলে র‍্যাবের পক্ষ থেকে মাসুমকে আটকের বিষয়টি অস্বীকার করা হয়।[৯]

১৯. গত ১১ এপ্রিল রাত আনুমানিক ১২.১৫ টায় জয়পুরহাট জেলা জামায়াতে ইসলামির সেক্রেটারি ও জয়পুরহাটের তালিমুল ইসলাম স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষক নজরুল ইসলামকে তাঁর থানা রোডের সাহেব পাড়ার বাসা থেকে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য পরিচয়ে কিছু লোক তুলে নিয়ে যায়। নজরুল ইসলামের স্ত্রী সালমা সুলতানা অধিকারকে জানান, "২০/২৫ জন লোক তাঁদের বাসার নিচ তলার কলাপসিবল গেটের তালা কেটে তৃতীয় তলায় তাঁদের ঘরের দরজায় আসে। তারা নিজেদের আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য পরিচয় দিয়ে গেট খুলতে বলে। পরিবারের সদস্যরা দরজার ভেতর থেকে তাদের পরের দিন সকালে আসতে বললে তারা গেট ভাঙ্গতে উদ্যত হয়। তখন তাঁর স্বামী গেট খুলে দিলে তারা তাঁর স্বামীকে একটি খয়েরী রংয়ের মাইক্রোবাসে তুলে নিয়ে তারা চলে যায়"। এর পর পরিবারের সদস্যরা জয়পুরহাট থানা, ডিবি অফিস ও র‍্যাবের অফিসে যোগাযোগ করলে এইসব প্রতিষ্ঠান থেকে তাঁর স্বামীকে আটকের কথা অস্বীকার করা হয়। সালমা সুলতানা অধিকারকে আরও বলেন, "বিরোধী দলের রাজনীতি করার কারনে তাঁর স্বামীকে গুম করা হয়েছে"। [১০]

২০. অধিকার গুম হয়ে যাওয়ার বিষয়গুলোতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে এবং নিখোঁজ ব্যক্তিদের দ্রুত উদ্ধার ও এইসব ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে। অধিকার মনে করে, বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোকে দমন করার অজুহাতে সরকারের আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলোর বিরুদ্ধে গুমের অভিযোগ আসতে থাকায় বিরাজমান অস্থিতিশীল পরিস্থিতি আরো বেশী অস্থিতিশীল হয়ে উঠছে।

<u>সাভারে ভবন ধ্বসের ঘটনায় গার্মেন্টস শ্রমিকসহ বহু মানুষ হতাহত</u>

২১. গত ২৪ এপ্রিল সকাল আনুমানিক ৯.১৫ টায় ঢাকা জেলার সাভার বাসষ্ট্যান্ডের পূর্ব পাশে রানা প্লাজা নামে একটি নয়তলা ভবন ধসে পড়লে বহু মানুষ নিহত এবং আহত হন। এই পর্যন্ত ৪১০ টি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে এবং উদ্ধারকারীরা ২৪৩৭ জনকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠিয়েছে। এই ভবনের ৩য় তলায় নিউ ওয়েভ বটম লিমিটেড, ৪র্থ ও ৬ষ্ঠ তলায় ইথার টেক্স লিমিটেড, ৫ম তলায় ফ্যান্টম অ্যাপারেল লিমিটেড এবং ৭ম ও ৮ম তলায় নিউ ওয়েভ ষ্টাইল লিমিটেড নামে গার্মেন্টস প্রতিষ্ঠানসমূহ ছিল। দূর্ঘটনার সময় আনুমানিক চার হাজার গার্মেন্টস শ্রমিক সেই ভবনে কাজ করছিলেন। জানা যায় গত ২৩ এপ্রিল সকালে ধসে পড়া ভবনটির ৩য় তলার পিলারে ফাটল দেখা দেয়। তখনই ওই ভবনে অবস্থিত চারটি গার্মেন্টসের শ্রমিকদের ছুটি দেয়া হয়। এরপর ওই দিনই সাভার পৌর মেয়র রেফাতউল্লা, উপজেলা নির্বাহী অফিসার কবির হোসেন সরকার, উপজেলা প্রধান প্রকৌশলীসহ অন্যান্য উর্দ্ধতন কর্মকর্তা ওই ভবনে যান

[৯] অধিকারএর তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন ১১ এপ্রিল ২০১৩
[১০] অধিকারএর তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন ২০ এপ্রিল ২০১৩

এবং ভবনটি বন্ধ রাখার জন্য সিদ্ধান্ত দেন। কিন্তু সন্ধ্যার পর ভবনের মালিক সোহেল রানা এক প্রকৌশলীকে ডেকে এনে তাকে দিয়ে ভবনে কোন সমস্যা নাই বলে ঘোষনা করান এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাও তাকে সমর্থন করেন। ফলে পরের দিন অর্থাৎ ২৪ এপ্রিল শ্রমিকদের কাজে যোগ দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। এই ঘটনায় ২৪ এপ্রিল সাভার মডেল থানায় রাজউকের অথরাইজড অফিসার হেলাল আহমেদ বাদী হয়ে ভবনের মালিক সোহেল রানার বিরুদ্ধে ইমারত আইন, ১৯৫২ এর ১২ ধারায় একটি মামলা দায়ের করেন। যার নম্বর-৫৩; তারিখ: ২৪/০৪/১৩। ২৫ এপ্রিল পুলিশের পক্ষ থেকে সাভার মডেল থানার এসআই ওয়ালী আশরাফ বাদী হয়ে সোহেল রানা, আব্দুল খালেক, আমিনুল ইসলাম, ডেভিড মেয়ের রেকো, আনিসুর রহমান ও বজলুস সামাদের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ৩৩৭/৩৩৮/৩০৪(ক)/৪২৭/৩৪ ধারায় একটি মামলা দায়ের করেন। ২৮ এপ্রিল ভবন মালিক সোহেল রানাকে এবং ইথার টেক্স লিমিটেডের চেয়ারম্যান আনিসুর রহমানকে গ্রেপ্তার করা হয়। এর আগে ২৬ এপ্রিল নিউ ওয়েব বটম লিমিটেডের চেয়ারম্যান বজলুস সামাদ ও পরিচালক মাহমুদুর রহমানকে এবং ২৭ এপ্রিল ফ্যান্টম অ্যাপারেলস ও ফ্যান্টম টেক লিমিটেডের চেয়ারম্যান আমিনুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

২২. অধিকার ত্রুটিপূর্ণ ভবন ধ্বসে শত শত শ্রমিকের হতাহত হওয়ার এই ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করছে। অধিকার মনে করে, তৈরী পোশাক শিল্প বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের একটি প্রধান ক্ষেত্র। এই শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের অবদান অপরিসীম। অথচ কিছু ব্যক্তির চরম দায়িত্বহীনতা ও সরকারের গুরুতর গাফিলতির কারণে বার বার শ্রমিকদের ওপর বিপর্যয় নেমে আসছে। ভবন মালিক ও পোশাক শিল্প মালিকরা সরকারের সহায়তায় দায়মুক্তি ভোগ করছে বলে বারবার এই ধরনের ঘটনা ঘটছে। এর আগে ২০১৩ সালের জানুয়ারি মাসে আশুলিয়ায় স্মার্ট গার্মেন্টস্ ও ২০১২ সালের নভেম্বর মাসে তাজরিন ফ্যাশনস নামে দুটি পোশাক কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের ঘটনায় শতাধিক শ্রমিক নিহত হয়েছিলেন। অধিকার এইসব ঘটনার সঙ্গে জড়িত দায়ী ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করে বিচারের সম্মুখীন করার এবং নিহতের পরিবার ও আহতদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ এবং আহত শ্রমিকদের চিকিৎসার দায়িত্ব নেবার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে।

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড চলছেই

২৩. বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বন্ধে সরকার বারবার প্রতিশ্রুতি দিলেও এপ্রিল মাসেও তা অব্যাহত রয়েছে। এপ্রিল মাসে আট জন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এই হত্যাকাণ্ড গুলো র‍্যাব ও পুলিশ কর্তৃক সংগঠিত হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।

মৃত্যুর ধরণ

ক্রসফায়ার/এনকাউন্টার/বন্দুকযুদ্ধঃ

২৪. বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডে নিহত আট জনের মধ্যে পাঁচজন "ক্রসফায়ার/এনকাউন্টার/বন্দুকযুদ্ধে" মারা গেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এঁদের মধ্যে র‍্যাব কর্তৃক তিন জন ও দুই জন পুলিশ কর্তৃক "ক্রসফায়ার/এনকাউন্টার/বন্দুকযুদ্ধে" নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

গুলিতে নিহতঃ

২৫.নিহত আট জনের মধ্যে দুই জন পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

শ্বাসরোধে হত্যাঃ

২৬.এই সময়ে এক জনকে গোয়েন্দা পুলিশ কর্তৃক শ্বাসরোধে হত্যার অভিযোগ রয়েছে।

নিহতদের পরিচয় ঃ

২৭.নিহত আট জনের মধ্যে একজন বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ এর কর্মী, একজন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের নেতা, একজন চা দোকানের সহকারী, একজন ভ্যান চালক এবং চারজন কথিত অপরাধী বলে জানা গেছে।

<u>হেফাজতে নির্যাতন</u>

২৮.গত ১১ এপ্রিল চট্টগ্রাম মহানগরের পাঁচলাইশ থানার পুলিশ একটি মেস থেকে দুই পলিটেকনিকের শিক্ষার্থীকে গ্রেপ্তারের পর পায়ে অস্ত্র ঠেকিয়ে গুলি করে তাঁদের পঙ্গু করে দিয়েছে। চট্টগ্রামের লোহাগড়ার বড় হাতিয়া ইউনিয়নের আব্দুল ওহাবের ছেলে চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের কনস্ট্রাকশন বিভাগের তৃতীয় সেমিস্টারের ছাত্র মোহাম্মদ মহসিন অধিকারকে জানান, নগরীর শুল্কবহর মসজিদের পাশের বহুতল ভবনের একটি ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে মেস বানিয়ে কয়েক বন্ধু মিলে বসবাস করতেন। গত ১১ এপ্রিল গভীর রাতে পাঁচলাইশ থানার ওসি প্রদীপ কুমার দাশের নেতৃত্বে একদল পুলিশ তাঁদের ফ্ল্যাটে হানা দেয় । ঘুম থেকে জাগিয়ে তাকেঁসহ তাঁর রুমমেট মোহাম্মদ আলাউদ্দিনকে আটক করে নিয়ে যাওয়া হয়। ভবনের নিচে আনার পর পুলিশ তাঁর চোখ বেঁধে ফেলে। এর কিছুক্ষন পর একটি ছোট নালার মধ্যে তাঁকে নামিয়ে বলা হয় "তোকে ক্রসফায়ার করবো, কালেমা পড়"। চোখ বাঁধা অবস্থায়ও জীবন বাঁচাতে তিনি তাদের হাতে-পায়ে ধরেন। এরপর গুলির শব্দ হয় এবং তিনি মাটিতে পড়ে যান। এরপর পুলিশ সদস্যরা তাঁকে চোখ বাঁধা অবস্থায় টেনে হিঁচরে গাড়িতে তোলে। এসময় তাঁর পায়ে প্রচন্ড ব্যাথা শুরু হয় এবং ব্যাথার কারনে তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। জ্ঞান ফিরে দেখতে পান যে, তিনি হাসপাতালে রয়েছেন। নোয়াখালীর সুবর্ণচর ইউনিয়নের মোহাম্মদ ইসলামের পুত্র শ্যমলী আইডিয়াল পলিটেকনিক কলেজের কনস্ট্রাকশন বিভাগের তৃতীয় সেমিস্টারের ছাত্র মোহাম্মদ আলাউদ্দিন অধিকারকে জানান, তাঁর সেমিষ্টার ফাইনাল পরীক্ষা চলছে। পরীক্ষার কারনেই কলেজের কাছাকাছি পড়ালেখার সুবিধার জন্য বন্ধুদের মেসে গিয়ে ওঠেন এবং মহসিনের রুমে অবস্থান করেন। গত ১২ এপ্রিল শিবির কর্মী বলে তাঁকে আটক করে পুলিশ। তিনি পরীক্ষার জন্য সেখানে এসেছেন তা পুলিশের কাছে জানালেও তাঁকে ভবন থেকে নামিয়ে পাঁচলাইশ থানায় ওসির রুমে নিয়ে পেটানো হয়। তারপর তাঁকে টেনে হিঁচরে আবারো থানা থেকে বের করে গাড়িতে তোলা হয় এবং জঙ্গীশাহ্‌র মাজারের পাশে নিয়ে গাড়ি থেকে নামিয়ে লাল রংয়ের গামছা দিয়ে চোখ বেঁধে ফেলা হয়। চোখ বেধে ২/৩ মিনিট পেটানোর পর পুলিশ তাঁর পায়ে অস্ত্র ঠেকিয়ে তিন রাউন্ড গুলি করে। গুলির পর তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন এবং আর্তনাদ করতে থাকেন। এরপর ৮/১০ মিনিট পর তাঁকে টেনে হিঁচরে গাড়িতে তোলা হয়। তখনো তাঁর

চোখ বাঁধা ছিলো। চোখের বাঁধন খোলার পর তিনি নিজেকে হাসপাতালের বিছানায় দেখতে পান। বর্তমানে এই দুই আহত ছাত্র চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আটক অবস্থায় চিকিৎসাধীন আছেন।[১১]

২৯. হেফাজতে নির্যাতন মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন। ১৯৯৮ সালের ৫ অক্টোবর নির্যাতন এবং অন্যান্য নিষ্ঠুর, অমানবিক অথবা মর্যাদাহানিকর আচরণ বা শাস্তির বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সনদে বাংলাদেশ অনুস্বাক্ষর করলেও তা মানা হচ্ছে না। এই সনদ অনুযায়ী কোন ব্যক্তিকে দৈহিক বা মানসিক নির্যাতন বা দুর্ভোগ এবং অন্যান্য নিষ্ঠুর, অমানবিক অথবা মর্যাদাহানিকর আচরণ বা শাস্তি প্রদান করা যাবে না। এছাড়া বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৫(৫) অনুচ্ছেদেও একই কথা বলা আছে।

৩০.অধিকার ২০০৩ সালে ব্লাস্ট বনাম বাংলাদেশ মামলায় সুপ্রিমকোর্টের দেয়া রায় অবিলম্বে বাস্তবায়নের জন্য সরকারের প্রতি দাবি জানাচ্ছে।

আমার দেশ পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমানকে গ্রেপ্তার,পুলিশ হেফাজতে নির্যাতন; এবং এই পত্রিকা বন্ধ করে দিয়েছে সরকার

৩১.গত ১১ এপ্রিল আনুমানিক সকাল ৯ টায় ডিবি পুলিশ আমার দেশ পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমানকে আমার দেশ পত্রিকা অফিস থেকে গ্রেপ্তার করে । আমার দেশ পত্রিকার সাংবাদিক মাহাবুবুর রহমান অধিকারকে জানান, পুলিশ বিসিআইসি ভবনের এগারো তলায় অবস্থিত পত্রিকা অফিসের ফটকে দায়িত্বরত নিরাপত্তাকর্মীকে প্রহার করে অফিসের ভেতরে ঢুকে উপস্থিত সংবাদকর্মী এবং মাহমুদুর রহমানের সঙ্গে রুঢ় আচরণ করে। একজন ফটো সাংবাদিক ছবি তুলতে গেলে পুলিশ তাঁকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয় ও তাঁর ক্যামেরা ছিনিয়ে নেয়। গ্রেপ্তারের পর মাহমুদুর রহমানকে ডিবি অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর ডিবি পুলিশ রাষ্ট্রদ্রোহ ও তথ্য প্রযুক্তি আইনে রাজধানীর তেজগাঁও থানায় দায়ের করা তিনটি মামলায় তাঁকে মূখ্য মহানগর হাকিমের আদালতে হাজির করে ২৪ দিনের রিমান্ড চাইলে আদালত ১৩ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।[১২] এরপর সেদিনই অর্থাৎ ১১ এপ্রিল রাত সাড়ে আটটায় ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের একটি দল তেজগাঁও শিল্পাঞ্চলে দৈনিক আমার দেশ পত্রিকার ছাপাখানায় অভিযান চালিয়ে একটি কম্পিউটার ও গুরত্বপূর্ণ কাগজপত্র জব্দ করে এবং রাত পৌনে ১১ টায় ছাপাখানা সিলগালা করে দেয়। এসময় ছাপখানা থেকে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বের করে দেয়া হয়। অভিযানের কারণ ব্যাখা করে মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের উপ-কমিশনার মাসুদুর রহমান ইত্তেফাককে বলেন,"মাহমুদুর রহমানের বিরুদ্ধে যে তিনটি মামলা দায়ের করা হয়েছে, ওই মামলার সার্চ ওয়ারেন্টে মামলার আলামত হিসেবে ওই ছাপাখানায় অভিযান চালানো হয়েছে"।[১৩] এরপর ১৭ এপ্রিল মাহমুদুর রহমানকে তথ্যপ্রযুক্তি ও রাষ্ট্রদ্রোহ মামলার রিমান্ড শেষে চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সহিদুল ইসলামের আদালতে হাজির করা হয়। এসময় মাহমুদুর রহমানের আইনজীবীরা রিমান্ডে নিয়ে মাহমুদুর রহমানের ওপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন। আদালতে শুনানী চলার সময় মাহমুদুর রহমান কাঠগড়ায় দাঁড়ানো অবস্থা থেকে মেঝেতে পড়ে যান। [১৪]

[১১] অধিকারএর তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন ১২ এপ্রিল ২০১৩
[১২] ইত্তেফাক /প্রথম আলো ১২ এপ্রিল ২০১৩
[১৩] ইত্তেফাক ১৩ এপ্রিল ২০১৩
[১৪] ইত্তেফাক ১৮ এপ্রিল ২০১৩

৩২.গত ২০ এপ্রিল আমার দেশ এর পক্ষ থেকে এক সংবাদ সম্মেলন করে অভিযোগ করা হয় যে, মাহমুদুর রহমানকে রিমান্ডে নিয়ে বিভিন্ন ভাবে নির্যাতন চালানো হয়েছে। রিমান্ডে তাঁর অবস্থার মারাত্মক অবনতি হলে তাঁকে তড়িঘড়ি করে রিমান্ড শেষ হবার আগেই আদালতে হাজির করে কারাগারে পাঠানো হয় এবং এরপর সেখান থেকে তাঁকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। গত ১৯ এপ্রিল তাঁর পরিবারের সদস্যরা সরকারের অনুমতি নিয়ে বন্দী মাহমুদুর রহমানকে হাসপাতালে দেখতে যান। এসময় তাঁর পরিবারের সদস্যরা তাঁর দুই হাতের কব্জিতে অনেকগুলো কালো ক্ষত চিহ্ন দেখতে পান। একই ধরনের ক্ষত চিহ্ন তাঁরা দুই হাঁটুতেও দেখেন। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলে তাঁরা জানতে পেরেছেন যে, এই চিহ্নগুলো মূলত ইলেক্ট্রিক শকের।[১৫] উল্লেখ্য ২০১২ সালের ১৩ ডিসেম্বর তেজগাঁও থানায় মামলা দায়েরের পর থেকেই মাহমুদুর রহমান গ্রেপ্তার এড়াতে আমার দেশ অফিসে অবস্থান করছিলেন। এরমধ্যে তিনি সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে জামিনের আবেদন করলে হাইকোর্ট বিভাগের সংশ্লিষ্ট বেঞ্চ তাঁকে জামিন দিতে অপরাগতা প্রকাশ করে তাঁর জামিনের আবেদনপত্র ফেরত দেন। উল্লেখ্য মাহমুদুর রহমান বর্তমান সরকারের আমলে ২ জুন ২০১০ সালে গ্রেপ্তার হয়ে নয় মাস কারাগারে ছিলেন এবং তখনও তাঁর ওপর শারীরিক নির্যাতন চালানো হয়েছিলো এবং ঐ সময়েও সরকার আমার দেশ পত্রিকা বন্ধ করে দিয়েছিলো।

সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা

৩৩.২০১৩ সালের এপ্রিল মাসে সাংবাদিকদের ওপর অনেকগুলি আক্রমণের ঘটনা ঘটে। অধিকার এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী এপ্রিল মাসে ১৭ জন সাংবাদিক আহত, নয়জন হুমকির সম্মুখীন এবং ২০ জন সাংবাদিক লাঞ্ছিত হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

৩৪.গত ৬ এপ্রিল সংবাদ সংগ্রহ করার সময় ঢাকার বিজয়নগর এলাকায় হেফাজতে ইসলামের সমাবেশ চলাকালে একদল দুর্বৃত্ত একুশে টিভির স্টাফ রিপোর্টার নাদিয়া শারমিনকে নারী হয়ে তিনি কেন পুরুষদের সমাবেশের ছবি তুলছেন এবং কেন হিজাব পড়েননি এই কথা বলে মারধর করে। পরে আহত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এদিকে হেফাজতে ইসলামের সমাবেশ চলাকালে দুর্বৃত্তদের হামলায় বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমের রিপোর্টার ফয়জুল সিদ্দিকী ও ফ্রিল্যান্স ফটো সাংবাদিক নজরুল ইসলামসহ আরো কয়েকজন সাংবাদিক আহত হন। [১৬]

৩৫.গত ৬ এপ্রিল হেফাজত ইসলামের লংমার্চ কর্মসূচী প্রতিহত করতে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের গণজাগরণ মঞ্চের সংগঠকরা তাঁদের পূর্বঘোষিত অবরোধ কর্মসূচীর অংশ হিসেবে ঢাকা-আরিচা মহাসড়ক অবরোধ করে রাখেন। অবরোধের ছবি সংগ্রহ করতে গেলে গণজাগরণ মঞ্চের সমর্থকরা একুশে টেলিভিশন ও বৈশাখী টেলিভিশনের সাভার প্রতিনিধি নাজমুল হুদা এবং আব্দুল হালিমকে লাঞ্ছিত করে এবং একুশে টেলিভিশনের ক্যামেরা ছিনিয়ে নেয়। [১৭]

[১৫] আমার দেশ পরিবারের পক্ষ থেকে সংবাদ সম্মেলনের লিখিত বক্তব্য
[১৬] ইত্তেফাক ৭ এপ্রিল ২০১৩
[১৭] নয়া দিগন্ত ৭ এপ্রিল ২০১৩

৩৬.অধিকার মাহমুদুর রহমানের গ্রেপ্তার, বন্দি অবস্থায় নির্যাতন,আমার দেশ পত্রিকা বন্ধ করে দেয়া ও সাংবাদিকদের ওপর হামলার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে ও ক্ষোভ প্রকাশ করছে। অধিকার মনে করে যে, মাহমুদুর রহমানকে গ্রেপ্তার ও তাঁর ওপর শারীরিক নির্যাতন চালানোর ঘটনা রাষ্ট্র কর্তৃক গণমাধ্যম দলনের পথকেই প্রশস্ত করবে। অধিকার অবিলম্বে মাহমুদুর রহমানকে মুক্তি দেয়া এবং আমার দেশ পত্রিকার প্রেস খুলে দেয়ার দাবি জানাচ্ছে। এছাড়া নারী সাংবাদিকসহ অন্যান্য যেসব সাংবাদিকদের হেফাজতে ইসলামের সমাবেশে দুর্বৃত্তরা আক্রমন করেছে অবিলম্বে সেইসব দুর্বৃত্তদের গ্রেপ্তার করে বিচারের সম্মুখীন করার জন্যও সরকারের প্রতি দাবি জানাচ্ছে।

ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মানবাধিকার

৩৭.গত ২৮ ফেব্রুয়ারি দেলোয়ার হোসেন সাঈদীকে আর্ন্তজাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল-১ মুক্তিযুদ্ধকালীন অপরাধের দায়ে মৃত্যুদণ্ড দিলে এই রায়ের প্রতিক্রিয়ায় যে সহিংস রাজনৈতিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তাতে দেশের হিন্দু ধর্মাবলম্বী নাগরিকদের মানবাধিকার ব্যাপকভাবে লঙ্ঘিত হয়।

৩৮.গত ১ এপ্রিল ২০১৩ রাত আনুমানিক ১২.০০ টায় টাঙ্গাইল জেলার ভুয়াপুর উপজেলার ফলদা গ্রামে হিন্দু ধর্মাবলম্বী নাগরিকদের উপাসনালয় ফলদা কেন্দ্রীয় সার্বজনীন শ্রী শ্রী কালী মন্দিরে অজ্ঞাত দুর্বৃত্তরা আগুন ধরিয়ে দেয়। এতে ছোটবড় মিলিয়ে ২০টি দেবদেবীর মূর্তি পুড়ে যায়। দুর্বৃত্তরা দেবদেবীর সঙ্গে থাকা স্বর্ণলঙ্কার লুট করে নিয়ে যায়। এ ব্যাপারে ফলদা কেন্দ্রীয় সার্বজনীন শ্রী শ্রী কালী মন্দির কমিটির সভাপতি শ্রী সরন দত্ত বাদী হয়ে ভুয়াপুর থানায় ভুয়াপুর শাখা আওয়ামী যুবলীগের আহবায়ক তাহেরুল ইসলাম তোতা, ফলদা ইউনিয়ন বিএনপি'র সাধারণ সম্পাদক আব্দুল হান্নান, বিএনপি কর্মী নাজমুল সরকার, এরশাদ আলীসহ আরো আটজনকে আসামী করে দণ্ডবিধির ১৪৩/৪৪৮/২৯৫/৪৩৬/৩৮০/ ৪২৭/৫০৬/১১৪/৩৪ ধারায় একটি মামলা দায়ের করেন। যার নম্বর-২; তারিখ: ৫/৪/২০১৩।[১৮]

৩৯.গত ৫ এপ্রিল রাতে দুর্বৃত্তরা টাঙ্গাইল জেলার মির্জাপুর উপজেলায় একটি প্রাচীন হিন্দু মন্দিরে হামলা চালিয়ে ১১ টি মূর্তিসহ শিবলিঙ্গ ভেঙ্গে ফেলে এবং মন্দিরে লুটপাট চালায়। [১৯]

৪০.অধিকার অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে লক্ষ্য করছে যে, সংকটজনক রাজনৈতিক অবস্থার সুযোগে বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী মহল হিন্দু ধর্মাবলম্বী নাগরিকদের সম্পদের ওপর হামলা করছে এবং বিভিন্ন জেলায় তাঁদের উপাসনালয়গুলো পরিকল্পিতভাবে আগুন দিয়েছে অথবা ভেঙে ফেলেছে। ২০১২ সালেও কক্সবাজারের রামুসহ অন্যান্য জায়গায় বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সদস্যদের ওপর আক্রমনের ঘটনায় ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরাও জড়িত ছিল বলে অভিযোগ রয়েছে। অধিকার দাবি জানাচ্ছে যে, অবিলম্বে সরকারকে রাজনৈতিক সংকট মোকাবেলায় উদ্যোগী হতে হবে এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘু নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। অধিকার এই ঘটনাগুলোতে চরম ক্ষোভ প্রকাশ করছে এবং এই ধরনের পরিস্থিতিতে হিন্দু ধর্মাবলম্বী নাগরিকদের জানমাল ও উপাসনালয় রক্ষায় সরকারের ব্যর্থতার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে।

[১৮] অধিকারএর তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন ১১ এপ্রিল ২০১৩

[১৯] ইত্তেফাক ৬ এপ্রিল ২০১৩

সীমান্তে বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন অব্যাহত

৪১.অধিকার এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী এপ্রিল মাসে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিএসএফ কর্তৃক সীমান্তে বাংলাদেশীদের ওপর মানবাধিকার লঙ্ঘনের কয়েকটি ঘটনা ঘটেছে। এ সময়ে বিএসএফ একজন বাংলাদেশীকে নির্যাতন করে হত্যা করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এছাড়াও বিএসএফ দুইজনকে নির্যাতন করে ও দুইজনকে গুলি করে আহত করেছে। একই সময়ে বিএসএফ'র হাতে অপহৃত হয়েছেন ১২ জন।

৪২.গত ৯ এপ্রিল চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার চাকুলিয়া সীমান্তে একজন প্যারালাইসড রোগী নুর আলম ভ্যান যোগে এক কবিরাজের কাছে চিকিৎসা নিতে যাচ্ছিলেন। এই সময় ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের নদীয়া জেলার চাপড়া থানার নলুয়াপাড়া ক্যাম্পের টহলরত বিএসএফ সদস্যরা সীমান্ত পার হয়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঢুকে নুর আলমকে রাইফেলের বাঁট দিয়ে পিটিয়ে আহত করে সীমান্তে ফেলে রেখে চলে যায়। পরে এলাকাবাসী তাঁকে উদ্ধার করে স্থানীয় একটি ক্লিনিকে ভর্তি করে। [২০]

৪৩.অধিকার মনে করে, বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্রনীতি একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের উপযোগী নয়। কোন স্বাধীন সার্বভৌম দেশ কখনোই তার বেসামরিক নাগরিকদের নির্বিচারে হত্যা-নির্যাতন-অপহরণ মেনে নিতে পারে না।

নারীর প্রতি সহিংসতা

৪৪.নারীর প্রতি সহিংসতা এক ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। অধিকার মনে করে সহিংসতাকারীদের শাস্তি না হওয়ায় অপরাধীরা অপরাধ করে পার পেয়ে যাচ্ছে ও সম্ভাব্য সহিংসতাকারীরা প্রকৃত সহিংসতাকারীতে পরিণত হচ্ছে।

এসিড সহিংসতা

৪৫.এপ্রিল মাসে চারজন এসিডদগ্ধ হয়েছেন। এঁদের মধ্যে দুইজন নারী, একজন মেয়ে শিশু ও একজন বালক।

৪৬.এসিড নিক্ষেপের জন্য কঠোর আইন থাকার পরও বাস্তবায়ন না হবার কারণে এই সব ঘটনা ঘটেই চলছে। ৯০ দিনের মধ্যে মামলা শেষ করার বাধ্যবাধকতা থাকলেও তা কার্যকর হচ্ছে না।

যৌতুক সহিংসতা

৪৭.এপ্রিল মাসে জন ২৭ জন নারী যৌতুক সহিংসতার শিকার হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে দুইজন বাল্যবিবাহের শিকার। এঁদের মধ্যে ১২ জনকে যৌতুকের কারণে হত্যা করা হয়েছে এবং ১৪ জন বিভিন্নভাবে নিপীড়নের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এ সময় একজন যৌতুকের কারণে আত্মহত্যা করেছেন। এছাড়াও একজন পাঁচ বছরের শিশু যৌতুক কলহের কারণে নিপীড়নের শিকার হয়েছে।

৪৮. গত ৯ এপ্রিল রংপুর শহরের শালবন মিস্ত্রিপাড়া এলাকায় গৃহবধূ মিনারা বেগম ময়নাকে(২০) তাঁর স্বামী মিলন মিয়া যৌতুকের ২০ হাজার টাকার মধ্যে ৫ হাজার টাকা না পেয়ে পিটিয়ে হত্যা করে। মিনারা বেগম ময়নাকে হত্যার পর মিলন মিয়া আত্মগোপন করে থাকলে এ অবস্থায় তাকে এলাকার যুবকরা আটক করে পুলিশে সোপর্দ করে। [২১]

[২০] আমার দেশ ১০ এপ্রিল ২০১৩

[২১] যুগান্তর ১১ এপ্রিল ২০১৩

ধর্ষণ

৪৯. এপ্রিল মাসে মোট ৬২ জন নারী ও মেয়ে শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছেন বলে জানা গেছে। এঁদের মধ্যে ২৩ জন নারী, ৩৬ জন মেয়ে শিশু ও তিনজনের বয়স জানা যায়নি। উক্ত ২৩ জন নারীর মধ্যে একজনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে এবং ১২ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন। ৩৬ জন মেয়ে শিশুর মধ্যে দুইজনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে এবং নয়জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছে।

৫০. গত ৩ এপ্রিল গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়ায় এক হিন্দু ধর্মাবালম্বী গৃহবধূকে দাম্পত্য কলহ মিটিয়ে দেয়ার আশ্বাস দিয়ে কথিত কবিরাজ মোস্তফা পাইক ও তার সহযোগী লাল মিয়া তালুকদার, ফিরোজ মোল্যা ও হোসেন শেখ গণধর্ষণ করে।[২২]

যৌন হয়রানী

৫১. এপ্রিল মাসে মোট ৪৪ জন নারী যৌন হয়রানীর শিকার হয়েছেন। এঁদের মধ্যে একজন বখাটে কর্তৃক নিহত হয়েছেন। এছাড়া বখাটে কর্তৃক আহত হয়েছেন একজন, আটজনকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে, তিনজন অপহরণের শিকার হয়েছেন, পাঁচজন লাঞ্ছিত হয়েছেন ও ২৬ জন নারী বিভিন্নভাবে যৌন হয়রানীর শিকার হয়েছেন। যৌন হয়রানীর প্রতিবাদ করতে গিয়ে বখাটে কর্তৃক আক্রমণে একজন পুরুষ নিহত ও তিনজন পুরুষ এবং দুই জন নারী আহত হয়েছেন।

৫২. গত ১৪ এপ্রিল পহেলা বৈশাখের দিন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার্সের দুই ছাত্রী রিকশায় করে যাওয়ার সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের টারজান পয়েন্টের কাছে নববর্ষের শোভাযাত্রা থেকে তাঁদের গায়ে রং ছিটিয়ে দেয়া হয়। অনুমতি ছাড়া এমন করার প্রতিবাদ করলে কামাল উদ্দিন হল শাখা আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের কয়েকজন কর্মী দুই ছাত্রীকে চড়-থাপ্পড় মারে এবং কাপড় ধরে টান দেয়। [২৩]

চট্টগ্রামের ফটিকছড়িতে গনপিটুনীতে ৩ জন নিহত

৫৩. গত ১১ এপ্রিল জামায়াতে ইসলামীর ডাকা হরতালের প্রতিবাদে চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি উপজেলায় সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান ও আওয়ামীলীগ নেতা এটিএম পেয়ারুল ইসলামের নেতৃত্বে আওয়ামীলীগ ও ছাত্রলীগের প্রায় ১ হাজার নেতা কর্মী উপজেলার জাফত নগর ইউনিয়নের পুলিশ ফাঁড়ী থেকে প্রায় ৩ শতাধিক মোটর সাইকেল ও অন্যান্য গাড়ী নিয়ে হরতাল বিরোধী মিছিল বের করে। গাড়ী বহরে থাকা আওয়ামীলীগ ও ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা হেফাজতে ইসলাম ও জামায়াত-শিবিরের বিরুদ্ধে শ্লোগান দিয়ে উপজেলার বিভিন্ন এলাকা প্রদক্ষিণ করে। এই সময় স্থানীয় কিছু লোকের সঙ্গে আওয়ামীলীগ ও ছাত্রলীগ নেতাকর্মীদের ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া হয়। তখন মিছিলের সঙ্গে থাকা ভুজপুর থানার ওসি ও অন্যান্য পুলিশ সদস্যরা স্থানীয় লোকজনকে লাঠিপেটা করে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। এরপর মিছিলটি কাজিরহাট বাজারের ওপর দিয়ে ভুজপুর থানায় যায় এবং পুনরায় কাজিরহাট বাজারে ফিরে আসার পর বাজারের দক্ষিন দিক থেকে স্থানীয় কিছু লোক মিছিলের ওপর ইট পাটকেল ছোঁড়ে। তখন আওয়ামীলীগ ও ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরাও পাল্টা ইট পাটকেল ছোঁড়ে। এই সময় ইটের আঘাতে কাজির হাট কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের জানালার কাঁচ

[২২] আমার দেশ ৫ এপ্রিল ২০১৩
[২৩] সংবাদ ১৬ এপ্রিল ২০১৩

ভেঙ্গে যায়। এরপর কাজির হাট কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের মাইক থেকে জানানো হয় যে, আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের কর্মীরা বাজারে অবস্থিত কাজিরহাট বড় মাদ্রাসায় হামলা চালিয়েছে এবং মসজিদে ইট পাটকেল নিক্ষেপ করছে। এই ঘোষনার পরিপ্রেক্ষিতে আশেপাশের কয়েকটি মসজিদ থেকে একই ধরনের ঘোষনা আসে। এর ফলে হাজার হাজার গ্রামবাসী রাস্তার ওপর বৈদ্যুতিক খুঁটি ও বড় বড় গাছের টুকরা ফেলে ব্যারিকেড সৃষ্টি করে এবং দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মিছিলের ওপর হামলা চালায়। এতে বক্তপুর ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি ফারুক ইকবাল বিপুল (৩৫),একই ইউনিয়নের ছাত্রলীগ কর্মী জামাল উদ্দিন রুবেল (২৩) ও জাফত নগর এর যুবলীগ নেতা ফোরকান নিহত হন এবং প্রায় তিনশ আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের কর্মী আহত হন। এ ঘটনায় পুলিশ এবং বিজিবির গুলিতে প্রায় পঞ্চাশ জন গ্রামবাসী গুলিবিদ্ধ হন। আহত আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের কর্মীদের মধ্যে অন্তত ৫০ জনের অবস্থা গুরুতর।[২৪]

৫৪.২০১৩ সালের এপ্রিল মাসে ছয় ব্যক্তি গণপিটুনীতে মারা গেছেন।

৫৫.অধিকার গণপিটুনীর ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। মূলত: আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলোর প্রতি আস্থাহীনতা এবং ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণে ও ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থার প্রতি আস্থা কমে যাওয়ায় মানুষের নিজের হাতে আইন তুলে নেবার প্রবণতা দেখা দিয়েছে বলে অধিকার মনে করে ।

<u>অধিকার এর 'হিউম্যান রাইটস্ রিসার্চ এন্ড এ্যাডভোকেসি প্রকল্প' এর অর্থছাড়ে প্রতিবন্ধকতা</u>

এনজিও বিষয়ক ব্যুরো'র নতুন আইন পাশ হওয়ার আগেই প্রয়োগ শুরু

৫৬.অধিকার এর 'হিউম্যান রাইটস্ রিসার্চ এন্ড এ্যাডভোকেসি প্রকল্প' এর অর্থছাড়ে বারবার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয়ের অধিনস্ত এনজিও বিষয়ক ব্যুরো। অর্থছাড়ের আবেদন জমা দেয়ার ছয় মাসেও তা কার্যকর হয়নি। অধিকার 'হিউম্যান রাইটস্ রির্সাচ এন্ড এ্যাডভোকেসি প্রকল্প' এর তৃতীয় বছরের অর্থছাড়ের জন্য গত ৩০ অক্টোবর ২০১২ এ এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে আবেদন জমা দেয়। কিন্তু এনজিও বিষয়ক ব্যুরো অর্থছাড়ের জন্য অধিকারকে জেলা প্রশাসকদের কাছ থেকে ছাড়পত্র আনতে বলে। সে অনুযায়ী অধিকার প্রকল্প এলাকার জেলা প্রশাসকদের কার্যালয়ে সমস্ত তথ্য সরবরাহ করে। এরপরও জেলা প্রশাসকদের কার্যালয় থেকে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর অধিকার এর কাছ থেকে অহেতুক ব্যাখ্যা চাওয়া হয়- জেলা পর্যায়ে অধিকার এর কার্যালয় নেই কেন? স্থানীয় মানবাধিকার কর্মীরা বেতনভুক্ত কিনা ইত্যাদি। ৬ জেলার (রংপুর, রাজশাহী, সিলেট, চট্টগ্রাম, বরিশাল ও খুলনা) কোন জেলা প্রশাসকের কার্যালয় থেকেই এখনও পর্যন্ত কোন ছাড়পত্র দেয়া হয়নি। গত ১৯ মার্চ (অধিকার চিঠি হাতে পায় ২৫ এপ্রিল) তারিখে ইস্যুকৃত খুলনার জেলা প্রশাসক অফিস থেকে প্রাপ্ত চিঠিতে জানানো হয়, যেহেতু খুলনায় অধিকার এর কোন অফিস নেই, কর্মকর্তা-কর্মচারী নেই, আয়-ব্যয়, বেতন রেজিস্ট্রার নেই তাই প্রত্যয়ন পত্র প্রদান করা গেলনা। বস্তুত বেআইনীভাবে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো এই সব অনুমোদন সংক্রান্ত কাগজ জেলা প্রশাসক অফিস থেকে আনার জন্য চাপ দিচ্ছে এবং কোন কোন জেলা প্রশাসক অফিস (যেমন: খুলনা) মানবাধিকার কর্মীদের

[২৪] অধিকারএর তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন

স্বেচ্ছাসেবামূলক কর্মকান্ডের ব্যাপারে প্রত্যয়নপত্র দিতে আপত্তি জানাচ্ছে। এভাবে সরকার মানবাধিকার কর্মীদের কাজে বাধা সৃষ্টি করে অহেতুক হয়রানী করছে।

৫৭.প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনস্ত এনজিও বিষয়ক ব্যুরো বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রম) রেগুলেশন অধ্যাদেশ, ১৯৭৮ (XL VI of 1978) এর সংশোধন এবং এর সঙ্গে বৈদেশিক অবদান (প্রতিবিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৮২ (XXXI of 1982) একীভূত করে 'বৈদেশিক অনুদান (স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রম) রেগুলেশন আইন ২০১২' নামের একটি খসড়া আইন প্রস্তুত করেছে। এই প্রস্তাবিত আইনটি পাশ হওয়ার আগেই এনজিও বিষয়ক ব্যুরো অধিকার এর 'হিউম্যান রাইটস্ রির্সাচ এন্ড এ্যাডভোকেসি প্রকল্প' এর ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করে প্রকল্প বাস্তবায়নে বাধার সৃষ্টি করছে। প্রস্তাবিত আইনটির ১৫ এর (৩), (৪) এবং (৫) ধারার আওতায় বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের নিজ নিজ এলাকায় এনজিওদের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব দেয়ার কথা বলা হয়েছে। জেলা প্রশাসকগণ এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর পক্ষে তাঁদের নিজ নিজ এলাকার এনজিওদের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করবেন। জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসকগণ প্রতি মাসের সমন্বয় সভায় জেলার এনজিওসমূহের কর্মকান্ড পর্যালোচনা করবেন। কোন এনজিও'র বিষয়ে কোন ধরণের অনিয়ম পাওয়া গেলে জেলা প্রশাসকগণ বিষয়টি প্রতিবেদন আকারে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোকে অবহিত করবেন।

৫৮.যদিও এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে অধিকার সংক্রান্ত সমস্ত তথ্যই সংরক্ষিত আছে। অথচ এরপরও এনজিও বিষয়ক ব্যুরো এনজিওগুলোকে নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রস্তাবিত আইনটি পাশ হওয়ার আগেই সম্পূর্ণ বেআইনীভাবে তা অধিকার এর ওপর প্রয়োগ করতে শুরু করেছে।

৫৯.অধিকার মনে করে প্রস্তাবিত এই নিবর্তনমূলক আইন মানবাধিকার সংগঠন ও বেসরকারী সংস্থাগুলোকে আরো বেশী মাত্রায় নিয়ন্ত্রণ এবং বিশেষ করে মানবাধিকার সংগঠনগুলোর সংগঠিত হবার এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে খর্ব করবে, যা বাংলাদেশের সংবিধান এবং জাতিসংঘের মানবাধিকার কর্মীদের অধিকার সংরক্ষণ বিষয়ক ঘোষণার সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

| পরিসংখ্যান: ১-৩০ এপ্রিল ২০১৩* | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| মানবাধিকার লঙ্ঘনের ধরন | | জানুয়ারি | ফেব্রুয়ারি | মার্চ | এপ্রিল | মোট |
| বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড | ক্রসফায়ার | ৫ | ৭ | ৫ | ৫ | ২২ |
| | নির্যাতনে মৃত্যু | ০ | ১ | ০ | ০ | ১ |
| | গুলিতে নিহত | ২ | ৭২ | ৪৭ | ২ | ১২৩ |
| | পিটিয়ে হত্যা | ২ | ১ | ০ | ০ | ৩ |
| | শ্বাসরোধে হত্যা | ০ | ০ | ০ | ১ | ১ |
| | মোট | ৯ | ৮১ | ৫২ | ৮ | ১৫০ |
| বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন | বাংলাদেশী নিহত | ৫ | ১ | ২ | ১ | ৯ |
| | বাংলাদেশী আহত | ১৬ | ৭ | ৬ | ৪ | ৩৩ |
| | বাংলাদেশী অপহৃত | ১২ | ৩ | ১৬ | ১২ | ৪৩ |
| নির্যাতন (জীবিত) | | ৪ | ৩ | ৩ | ২ | ১২ |
| গুম | | ২ | ১ | ১ | ৮ | ১২ |
| জেল হেফাজতে মৃত্যু | | ৩ | ৬ | ৬ | ২ | ১৭ |
| সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণ | নিহত | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
| | আহত | ২০ | ১৮ | ২১ | ১৭ | ৭৬ |
| | হুমকির সম্মুখীন | ২ | ৩ | ৭ | ৯ | ২১ |
| | আক্রমণ | ০ | ৭ | ০ | ০ | ৭ |
| | লাঞ্ছিত | ১ | ৫ | ৪ | ২০ | ৩০ |
| রাজনৈতিক সহিংসতা | নিহত | ১৮ | ৮৬ | ৭৬ | ২৫ | ২০৫ |
| | আহত | ১৬৪৩ | ২৭৭২ | ৩০৫৫ | ১৪৫০ | ৮৯২০ |
| এসিড সহিংসতা | | ৫ | ৩ | ২ | ৪ | ১৪ |
| যৌতুক সহিংসতা | | ৩৭ | ৪২ | ৫৪ | ২৮ | ১৬১ |
| ধর্ষণ | | ১০৯ | ৯১ | ১১২ | ৬২ | ৩৭৪ |
| যৌন হয়রানীর শিকার | | ৪৪ | ৩১ | ৫১ | ৪৪ | ১৭০ |
| ফৌজদারী কার্যবিধির ১৪৪ ধারা জারি | | ৯ | ১০ | ৪ | ২ | ২৫ |
| গণপিটুনীতে মৃত্যু | | ১৭ | ৮ | ১০ | ৬ | ৪১ |
| তৈরি পোশাক শিল্প | নিহত | ৭ | ০ | ০ | ৪১০ | ৪১৭ |
| | আহত | ২৩৫ | ১৭৮ | ৭৫ | ২৬৮২ | ৩১৭০ |

* অধিকার এর তথ্য হতে সংকলিত

## সুপারিশমালা

১. আইনের শাসন এবং মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে চলমান রাজনৈতিক সংকটের দ্রুত সমাধানের লক্ষ্যে অবিলম্বে সমস্ত পক্ষের সঙ্গে সংলাপে বসতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলোর দুর্বৃত্তায়ন ও দলগুলোর নেতাকর্মীদের হাতে অস্ত্র দেয়া বন্ধ করতে হবে।

২. সাভারের ভবন ধসের ঘটনায় জড়িতদের গ্রেপ্তার করে বিচারের সম্মুখীন করতে হবে এবং নিহত ও আহতদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ এবং আহত শ্রমিকদের চিকিৎসার ব্যাবস্থা করতে হবে।

৩. আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের মানবাধিকার মেনে চলতে হবে এবং আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের আন্তর্জাতিক নীতিমালা Basic Principals on the use of Force and Firearms by Law Enforcement officials and the UN Code of Conduct for Law Enforcement officials হুবহু মেনে চলতে হবে।

৪. আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর পরিচয় দিয়ে আটক এবং নিখোঁজ ব্যক্তিদের উদ্ধার এবং এ ব্যাপারে সরকারকে ব্যাখ্যা দিতে হবে। অধিকার অবিলম্বে নিখোঁজ হওয়ার বিরুদ্ধে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ডিসেম্বর ১৮, ২০০৯ এ গৃহীত সনদ 'ইনটারন্যাশনাল কনভেনশন ফর দি প্রোটেকশন অফ অল পারসনস্ ফ্রম এনফোর্সড ডিসএপিয়ারেনস্' অনুমোদন করার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে।

৫. সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জানমালের সুরক্ষা করতে হবে এবং তাঁদের ধর্ম ও সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে মানবাধিকার নিশ্চিত করার জন্য রাষ্ট্র ও সরকারকে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে। যেসব দুর্বৃত্ত হিন্দু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের জানমালের ক্ষতি করেছে ও উপসানালয় ভেঙ্গেছে দলমত নির্বিশেষে তাদের অবিলম্বে সনাক্ত করে আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।

৬. সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনাগুলোর সুষ্ঠু তদন্ত করতে হবে এবং দোষী ব্যক্তিদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে।

৭. বিএসএফ এর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো সরেজমিনে অনুসন্ধান করে এর বিরুদ্ধে ভারতের কাছে প্রতিবাদ জানাতে হবে এবং ভিকটিমদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে ভারত সরকারকে বাধ্য করার উদ্যোগ নিতে হবে। বাংলাদেশ ভারত সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী বাংলাদেশী নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

৮. মানবাধিকার সংগঠনসহ বেসরকারী সংস্থাগুলোকে অধিকতর নিয়ন্ত্রণ ও নিপীড়নের লক্ষ্যে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো'র প্রস্তাবিত বিল সরকারকে প্রত্যাহার করতে হবে এবং অবিলম্বে অধিকার এর 'হিউম্যান রাইটস্ রিসার্চ এন্ড এ্যাডভোকেসি প্রকল্প' এর অর্থছাড় দিতে হবে।

৯. তৈরি পোশাক শিল্প শ্রমিকদের মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধ করতে হবে।

১০. নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধে দ্রুততার সঙ্গে বিচার করে অপরাধীদের শাস্তি দিতে হবে এবং প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াসহ সর্বস্তরে সচেতনামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।